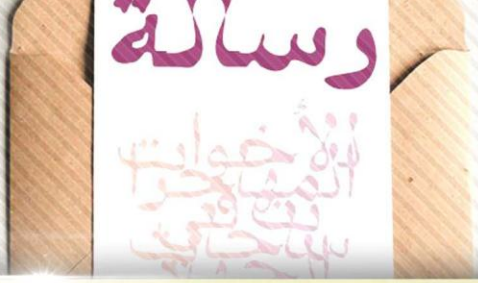

النصر
AN-NASR

ইমামুল জিহাদ আইমান আয-যাওয়াহিরি

একটি জাতির জন্য একজন ব্যক্তি

শায়খ আবু মুনজির আশ-শানকিতি

মিম্বার আত তাওহিদ

শায়খ আইমান আয যাওয়াহিরী... একটি জাতির জন্য একজন ব্যাক্তি

[শায়খ আবু মুনযির আশ-শানকিতী]

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সম্মানিত নবীর উপর এবং তার সাহাবা ও পরিবারবর্গের উপর।

আমরা যে পরিস্থিতিতে বর্তমানে বসবাস করছি, শত্রুরা পাগলা কুকুরের ন্যায় আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে, ক্রমাগত আক্রমণ ও বহুমুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উম্মাহর জন্য আবশ্যক হল তাদের শক্তিগুলোকে একত্র করা এবং তাদের প্রচেষ্টাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা। উম্মাহ আজ তার প্রতিটি সৈন্যের প্রতি, প্রতিজন আলেমের প্রতি এবং সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী প্রতিটি জ্ঞানীর প্রতি মুখাপেক্ষী।

এই যখন উম্মাহর অবস্থা, তখন উম্মাহ তাদের মহান সেনাপতি ও সম্মানিত নেতৃবৃন্দের প্রতি কতটা মুখপেক্ষী?

নিশ্চয়ই সফল জাতি তারাই, যারা তাদের বড়দের মর্যাদা বোঝে, তাদের হেফাজত করে ও তাদেরকে তাদের উপযুক্ত স্থানে আসন দান করে।

রাসূল সা: বলেছেন,

“যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদা বোঝে না, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।”

(বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী রহ:)

আজ আমরা দেখি, বিভিন্ন জাতি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের মাধ্যমে অথবা জাতির সন্তানদের মাঝে জীবন-চরিত স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের বড়দের সম্মান দেখানোর প্রতিযোগীতা করে...। উম্মতের বড়দের মর্যাদার ব্যাপারে অজ্ঞতা এমন একটি ব্যধি, যা কখনো আমাদেরকে এমনভাবে আক্রান্ত করে যে, তা আমাদেরকে জাগতে দেয় না, আমাদের চলার পথ রূদ্ধ করে দেয়।

যেমন অনেক সময় মানুষের সামনে একটি মূল্যবান রত্নভান্ডার থাকে, সে তার মূল্য জানে না। সে তাকে অন্যান্য ভান্ডারের মত একটি মিশ্রিত ভান্ডার মনে করে। ফলে তাকে অনর্থক ভেবে ফেলে রাখে। তার থেকে উপকৃত হতে পারে না!

কখনো প্রাথমিক স্তরের তালিবুল ইলমের গ্রন্থভান্ডারে এমন অনেক মূল্যবান গ্রন্থাদী থাকে, যা তার বুঝের উর্ধ্বে। ফলে সে তার থেকে দূরে থাকে এবং মনে করে তাতে অস্পষ্টতা ও দূরবদ্ধতা রয়েছে.. তাই সে তা খুলেও দেখে না আর পড়েও না!

ঠিক এমনিভাবে কখনো জাতির মাঝে এমন ব্যক্তিত্ব থাকে, যারা জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞায় অতুলীয়। দুর্বল দৃষ্টির অধিকারীরা মনে করে, তার জ্ঞানে অপরিণামদর্শিতা রয়েছে, তার মেধায় ত্রুটি রয়েছে এবং তার প্রজ্ঞায় স্থুলতা রয়েছে!!

তাই এ সকল লোকদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান বোঝা আবশ্যক এবং তাদের থেকে গ্রহণ করা ও উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

উদীয়মান চিন্তা-ভাবনা কখনো কাউকে এই প্ররোচনা দেয় যে, তার, অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকা, তাদেরকে অকার্যকর করে রাখা অথবা তাদের আসনে গিয়ে ভীড় জমানোর ক্ষমতা আছে!

নিশ্চয়ই এটি একটি তারুণ্য এবং অজ্ঞতার পর কিছুটা জ্ঞানের স্বাদ অনুভব করার অবস্থা, যার ফলে নিজ স্বত্ত্বাকে বিশাল মনে হয়! মূলত: এই অবস্থাটি একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, উপরোক্ত ব্যক্তি এখনো জ্ঞান অন্বেষণের প্রাথমিক পর্যায়েই আছে, জ্ঞানের দরজার প্রথম ধাপও অতিক্রম করে নি! যদি সে এ পথে কিছুটাও পথ চলত, তাহলে সে যতটুকু অগ্রসর হত, ততটুকুই বিনয়ী হত এবং তার পূর্ববর্তীদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করত।

সর্বদাই যখন কম বয়সী লোকেরা সর্বোচ্চ পদের পিছনে পড়ে, তখনই উম্মাহর সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠে!

নবী সা: তার নিম্নোক্ত বাণীতে এর থেকেই সতর্ক করেছেন: *"আর নীচু শ্রেনীর লোকেরা জনগণের ভালো-মন্দ নিয়ে কথা বলবে।"*

নিশ্চয়ই আপনি ঐ সমস্ত লোকদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পড়ে থাকবেন, যারা এই আসনে এসে ভীড় জমানোর চেষ্টা করেছে। তাতে আপনি নিশ্চিতভাবেই বুঝেছেন যে, এই রোগটির কারণেই জিহাদী ময়দানসমূহের সাধারণ পরিস্থিতি আজ অস্থিতিশীল!

আমরা জানি, মানুষের জ্ঞানগত ভারসাম্যতা যতই উন্নত হোক, নিজের বুঝ ও জ্ঞানের ত্রুটি অস্বীকার করা মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয়...।

তবে আমরা আমাদের বিরোধীদের থেকে এই ত্রুটির স্বীকারোক্তি কামনা করছি না, বরং আমরা তাদের থেকে কামনা করছি, তারা ঐ সকল লোকদের আসনে গিয়ে ভীড় জমানো থেকে বিরত থাকুক, যারা এই ময়দানে তাদের থেকে উর্ধ্বে।

বড় বড় নেতৃবৃন্দের রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ইতিহাস, তারুণ্যের প্রবণতা কখনো যার সমপর্যায়ের হতে পারে না।

"বনু তামিম ও বনু আমের গোত্রকে একথা জিজ্ঞাসা করে যে,

অভিজ্ঞ ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মত, যে কিছুই জানে না?"

নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা একটি মূল্যবান খনি। জীবন ও জ্ঞানের কোন স্তরেই তার থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা যায় না...। যে অভিজ্ঞতাকে নষ্ট করে, সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে দিল।

অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কালের আবর্তে সঞ্চিত জ্ঞান-ভান্ডারের একটি স্রোত!

"জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আলোচনা শুনবে,

তাঁরা তোমাকে একদিনে এত পরিমাণ জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত করবে, যা তাঁরা সারা জীবনে জেনেছেন।"

অভিজ্ঞতার গুরুত্বের ব্যাপারে যা কথিত আছে:

- ✓ অভিজ্ঞতাই হল বড় জ্ঞান।
- ✓ সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ স্বাক্ষী হল অভিজ্ঞতা।
- ✓ অভিজ্ঞতার ভাষাই অধিক সত্য।
- ✓ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান অর্জন হয়।
- ✓ যে অভিজ্ঞতা বুঝে, সব পানঘাট তার জন্য সুপেয় হয়।
- ✓ অভিজ্ঞ লোকদের হাতে শেষ পরিণতি দেখার আয়না থাকে।

আর যুদ্ধ-জিহাদে অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বিষয়ে তাদের কতিপয় উক্তি হল:

"এমন যুবকদেরকে নিয়েই যুদ্ধ করবে, যারা পূর্বে যুদ্ধ করেছে।"

আবরোওয়াইয তার পুত্র শিরোওয়াইহের উদ্দেশ্য যে সকল অসিয়ত করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল:

"তোমার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব এমন অনভিজ্ঞ ও আনাড়ি যুবকের হাতে দিবে না, যার নিজের ব্যাপারে আত্মগর্ব অনেক বেশি, কিন্তু অন্যের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা স্বল্প।"

হযরত আলী রা: বলেন:

"আমার নিকট যুবকের যুদ্ধের থেকে বৃদ্ধের চিন্তা প্রসূত পরামর্শ অধিক প্রিয়।"

কারণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৃদ্ধ লোকটি তার চিন্তাপ্রসূত পরামর্শের মাধ্যমে শত্রুকে সেই পরিমাণ আঘাত করতে পারবে, যা যুবক তার বীরত্বের মাধ্যমে করতে পারবে না।

তাই জ্ঞান-গবেষণা বীরত্বের উপর প্রণিধানযোগ্য। যেমন আবুত তাইয়িব বলেছেন,

"বীরদের বীরত্বের পূর্বে হল বুদ্ধি। বুদ্ধি হল প্রথমে, আর বীরত্ব দ্বিতীয় স্থানে।"

আর যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাঝে উভয়টির সমন্বয় ঘটে, সে তো মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়।

অনেক সময় একজন যুবক বুদ্ধির গুণে তার সহপাঠীদেরকে ঘায়েল করে ফেলতে পারে, সহপাঠীরা তাকে ঘায়েল করার পূর্বেই।

"যদি জ্ঞান-বুদ্ধির বিচার না হত, তাহলে সামান্য একটি সিংহও মর্যাদায় মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যেত।"

আরেক কবি বলেন,

"বুদ্ধির রয়েছে এমন ধার, যা তরবারীর নেই।

যদি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না থাকত, তাহলে কোন তরবারীই চলত না।"

অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোকেরা সম্ভাবনাময় ঘটনাবলীর মাঝে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন। আর তাদের সম্ভাবনা কমই ভুল হয়। যেমন উওয়াইস ইবনে হাজার বলেছেন:

"বিচক্ষণ ব্যক্তি এমন যে, তিনি তোমাকে অনুমান করে এমনভাবে কথা বলবেন,

যেন তিনি তা দেখেছেন বা শুনেছেন।"

একারণেই বলা হয়ে থাকে: *"জ্ঞানী লোকের ধারণা অন্যদের নিশ্চিত কথার ন্যায়।"*

ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: বলেছেন, *"তুমি যদি তার ধারণা থেকে উপকৃত না হও, তবে তার জ্ঞানের দ্বারা কোন উপকারই অর্জন করতে পারবে না।"*

যেই রোগগুলোতে উম্মত আক্রান্ত আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রজ্ঞাবান ও অভিজ্ঞ লোকদের হিতোপদেশে কান না দেওয়া, তাদের থেকে বিমুখ থাকা এবং ঐ সমস্ত লোকদের অতি আবেগে প্রতারিত হওয়া, অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম জ্ঞান যাদের অর্জন হয়নি।

একারণে বলা হয়ে থাকে: "অভিজ্ঞ লোকদের অবাধ্যতা অনুতাপের পথ।"

উওয়াইস বিন ছা'লাব বলেন,

"আমার সম্প্রদায় আমার কথার অবাধ্যতা করেছে, অথচ সঠিক সেটাই, যেটার আদেশ আমি করেছি। আসলে যারা অভিজ্ঞ ও পরিক্ষীত ব্যক্তিদের কথা অমান্য করে, তারা অনুশোচিত হয়।

তাই হে বনু বকর! তোমরা মুত্যুর উপর দৃঢ় থাক, কারণ আমি এমন প্রতিকূল অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, যা মৃত্যু ও রক্তের প্লাবন সৃষ্টি করবে।"

এধরণের আরো কয়েকটি বিষয় হল: দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রগামী ও পূর্ববর্তী লোদের মর্যাদা রক্ষা করা, তাদের জন্য দোওয়া করা এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের দেওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"এবং যারা তাদের (মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর:১০)

অনুরূপ আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক রা: বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

আমার পিতার যখন চক্ষু নষ্ট হয়ে গেল তখন আমি তাকে নিয়ে আসা যাওয়া করতাম। একদা আমি তাকে নিয়ে জুম্মার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি জুম্মার আযান শুনে তার উত্তরে আবু উসামা ইবনে যুরারাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অত:পর তিনি কিছুক্ষণ এই অবস্থাতেই কাটান। আমি (মনে মনে) বললাম, এই লোকটি অন্ধ।

আমি কি তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করতে পারি না? এরপর পুনরায় আমি তাকে নিয়ে বের হলাম। তিনি যখন আযান শুনলেন, তখন আবু উসামার জন্য ইস্তেগফার করলেন। আমি তাকে বললাম, হে আমার পিতা! আপনি যখনই জুম্মার আযান শুনতে পান তখনই আসাদ ইবনে যুরারাহর জন্য ইস্তেগফার করেন, এটার কারণ কি?

তিনি বললেন, হে বৎস! সা'দ রাসূল সা: এর আগমনের পূর্বে সর্বপ্রথম মদীনায় বনু বিয়াযার হাররার উদ্ভিদময় নিম্নভূমিতে নাকীউল খাযমাত নামক খেজুর বাগানে আমাদেরকে নিয়ে জুম্মাহ কায়েম করেছিলেন। আমি তাকে বললাম, তখন আপনারা কয়জন ছিলেন? তিনি বললেন, চল্লিশজন পুরুষ।

(হাদীসটি বর্ণনা করেন ইমাম আবু দাউদ। আর ইমাম ইবনে হিব্বান ও হাকিম তাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম হাকিম বলেন, এটা ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক।)

দেখুন, হযরত কা'ব বিন মালেক রা: সা'দ ইবরে যুরারাহ রা: এর দ্বীনের অগ্রগামীতার মর্যাদা কতটা রক্ষা করেছেন। শুধু এই কারণে যে, তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম জুম্মার জন্য একত্রিত করেছেন।

আর আল্লাহ তা'আলাও দ্বীনের মধ্যে মুহাজির ও আনসারদের অগ্রগামীতার কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজী তৈরী করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।"

আয়াতে উল্লেখিত 'পূর্ববতীগর্ণ' কথাটি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তারা হচ্ছেন, বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীগণ। কেউ কেউ বলেন, তারা হচ্ছেন, যারা উভয় কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন।

আল্লামা সা'দী রহ: বলেছেন, *'পূর্ববর্তী' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন, হিজরত করেছেন, জিহাদ করেছেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন।*

একারণে দ্বীনের মধ্যে অগ্রগামীতা ইমামতের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যতার দাবি করে। **যেমন রাসূল সা: বলেছেন,**

কওমের ইমামতি করবে কওমের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারীগণ। যদি এক্ষেত্রে সবাই সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে সুন্নাহর ব্যাপারে সবচেয়ে বড় আলেম ইমামতি করবে।

যদি এক্ষেত্রেও সবাই সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে সবার আগে হিজরতকারী ব্যক্তি ইমামতি করবে। যদি এক্ষেত্রেও সবাই সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে সবার আগে ইসলাম গ্রহণকারী ইমামতি করবে। (বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম)

হযরত ওমর রা: যখন ভাতা বন্টন করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি এর তালিকা বানিয়েছিলেন দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামীতা ও মর্যাদার হিসাবে। তাই তিনি প্রথম স্তরে রাখলেন রাসূলুল্লাহর সা: এর স্ত্রীগণকে।

তারপর রাখলেন যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে। তারপর যারা বদরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বদরে অংশগ্রহণ করেননি তাদেরকে। তারপর মুহাজির ও আনসারদের সন্তানদেরকে। তারপর মক্কাবাসীদেরকে। তারপর সমস্ত পুরুষদেরকে। তারপর মুহাজির ও আনসারদের স্ত্রীগণকে।

এই কথাগুলোর কারণ হচ্ছে কতিপয় লোককে শয়তান অলীক কথাবার্তার মাধ্যমে প্রতারিত করেছে। তারা বাহাদুর ও বীরের মর্যাদা ভাগে আনতে চায়।

আমাদের শায়খ, আশ-শায়খ আল-ইমাম আইমান আয্যাওয়াহিরির আসনে সমাসীন হতে চায়। আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন ও পুরুস্কৃত করুন।

যিনি বিজ্ঞাপন, প্রচারণা বা সম্পদ কুক্ষিগত করার মাধ্যমে তার মর্যাদা লাভ করেননি। বরং ধারাবাহিক জিহাদ, কুরবানী ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এই মর্যাদা অর্জন করেছেন।

"যদি সাধনা না লাগত, তাহলে সব মানুষই নেতা হয়ে যেত।

এ পথে বদান্যতা দরীদ্রতায় রূপ নেয় এবং প্রতিটি পদক্ষেপ ধ্বংসাত্মক হয়ে যায়।"

যদি প্রভু চাইতেন, আর তিনি ইচ্ছা করতেন, তিনি একজন খ্যাতিমান লোক হবেন, একজন প্রভাবশালী লোক হবেন, তাহলে তিনি এধরণের অনেক কিছু হতে পারতেন।

কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেছেন, তিনি হবেন উম্মতের তরে উৎসর্গীত একজন ব্যক্তিত্ব। তাই তিনি এর জন্য সব কুরবানী করেছেন, কিছু সঞ্চয় করেননি। সব অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন, নিজে কিছু গ্রহণ করেননি।

অথচ কিছু লোক ঝগড়ার শিষ্টাচারটিও রক্ষা করে না। আজকে একজন ব্যক্তির প্রশংসা করে, তার সর্বোচ্চ গুণগান করে, কিন্তু কোন একটি মাসআলায় তাদের বিরোধিতা করলেই তার সকল গুণাবলী নাকচ করে দেয়, তার সকল উপাধিগুলো মুছে ফেলে, যেন পূর্বে শুধু তাদের পক্ষালম্বন ও তাদেরকে সমর্থন করার কারণেই তাকে এসকল উপাধিগুলো দিয়েছিল।

হে আমাদের শায়খ! আমি আপনার নিকট ঐ সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থী, যারা নিজেদের দুশ্চরিত্র বা বক্র স্বভাবের কারণে আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করে...। আমি তাদের অবস্থাদৃষ্টে আশ্চর্য হই!

কেন তারা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করে না, তারা ঐ সময় কোথায় ছিল, যখন আপনি উম্মতের গুটিকয়েক বীর পুরুষদের মাঝে ছিলেন, শরয়ী জিহাদের প্রথম ইটটি স্থাপন করেছিলেন।

"আপনিই তার জন্য সুনিপুন গাথুনীর ন্যায়, অন্য কেউ নয়।

আপনি উঠে দাড়িয়েছেন, অথচ যুগের সন্তানরা সব বসেছিল।

বনু বকরের সম্মানিত বস্তুর শপথ! যার ভিত্তিগুলো আপনি স্থাপন করেছেন।

অথচ তারা সম্মানিত বস্তুসমূহ নির্মাণ করা থেকে বসে ছিল।"

কতিপয় লোক একারণে শায়খ আইমান আয্ যাওয়াহিরির সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হিকমত, ধীরতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মানুষকে আকর্ষণের পন্থা এবং তাদেরকে শরয়ী জিহাদের তাবুর দিকে ধাবিত করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। তাই তার শ্রেষ্ঠত্বই তার অপরাধ হয়ে গেছে। যেমন লুতের সম্প্রদায় বলেছিলো:

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

"লুতের পরিবারবর্গকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। তারা বড় পবিত্রতা জাহির করছে।" (আন নামল:৫৬)

"যেই কীর্তিগুলোর মাধ্যমে আমি বোঝাতে চেষ্টা করবো, যখন তুমি সেগুলোকেই দোষ হিসাবে গণ্য করেছো,

তখন আর কিভাবে আমি ওযর পেশ করবো?"

কতিপয় লোক এই মহান নেতার প্রজ্ঞা ও সূক্ষèদর্শীতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা শুধু ঐ ভাসা ভাসা বিষয়গুলোই বুঝতে পেরেছে, যা স্থুলদৃষ্টিসম্পন্ন একজন ব্যক্তির নিকট পরিচিত, যার কারণে তার জন্য প্রজ্ঞাবান নেতৃবৃন্দের সুউচ্চ আসনগুলোকে নিলাম করাও সম্ভব। আর এটা অস্বাভাবিক নয় যে, বড় বড় আলেমদের তুলনায় একজন মকতবের শিক্ষকই শিশুদের সাথে অধিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে।

কবি মুতানাব্বি সঠিকই বলেছেন, তিনি বলেছেন:

"ছোট ছোট বিষয়ও ছোট লোকদের নিকট বড় মনে হয়,

আর বড় লোকদের নিকট অনেক বড় বিষয়ও ছোট মনে হয়।"

নি:সন্দেহে এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কথা অগ্রাহ্য করা এবং অসম্পূর্ণ স্থুলদৃষ্টি নিয়েই গো মেরে বসে থাকা এমন একটি ব্যধি, যা মুসলমানদেরকে হুদায়বিয়ার দিন প্রথম দিকে আল্লাহর নবী সা: এর আদেশ মানতে বাঁধা দিয়েছিল...। আপনি এই ফেৎনার গভীরতা চিন্তা করতে পারেন!? যার ফলে সাহাবায়ে কেরামও রাসূল সা: এর আদেশ মানতে দৌঁড়ে ঝাপিয়ে পড়েন নি!!

"কখনো চক্ষু প্রদাহের কারণে সূর্য্যেরে আলো চোখের কাছে খারাপ লাগে।

আর কখনো জ্বরের কারণে পানি মুখের কাছে বিস্বাদ লাগে।"

হে আমাদের বীর শায়খ! আমি আশ্চর্যান্বিত হই, যখন তারা আপনার মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

অথচ আপনি বিপর্যয় ও দু:সময়ের বীর সন্তান, যুদ্ধে পরিক্ষীত, লড়াইয়ে অভিজ্ঞ, দু:সাহসী সৈনিক, কঠিনপ্রাণ, দৃঢ় হৃদয়, যার নেই কোন ভীরুতা, শক্ত মজবুত যোদ্ধা। কখনো আপনার লাঠি ভেঙ্গে যায় না। কখনো আপনার প্রস্তর চূর্ণ হয় না।

সব উদ্যম থেমে গিয়েছে। সব মরুভূমি মাথা নুইয়েছে। ধারাবাহিক সফর অতিক্রম করেছি। দীর্ঘ জনমানবশুণ্য পথ মারিয়েছি। আমার সওয়ারী জল-স্থল ভ্রমন করেছে। আমার অবস্থা ভালো-মন্দ চিনতে পেরেছে।

আমার জিহ্বা মিষ্টতা ও তিক্ততার স্বাদ আস্বাদন করেছে। এসব কিছুর পর আমি কবি আবু তামামের সেই কথার মত হয়েছি, তিনি বলেছেন:

"আর পশ্চিমে সে পর্যন্ত গেলাম, যেখানে পূর্বের আর কোন আলোচনাই পেলাম না

এবং পূর্বেও সে পর্যন্ত গেলাম, যেখানে পশ্চিমের কথা ভুলেই গেলাম।"

আপনি যুগের ভালো-মন্দের ব্যাপারে অবগত হয়েছেন, তার সর্ব প্রকার দুগ্ধ পান করেছেন। আপনি ইস্পাতদৃঢ়, রত্নশিল্পী, পৃথিবীর শোভা, তিক্ত পরিক্ষীত, সকল বিষয়ে বিপ্লব সাধনকারী। আপনি গুরুগম্ভীর, প্রশান্ত বাতাস, দক্ষ কুশলী। আপনি তীব্র ধারালো তরবারী। আপনি সকল বিস্ময়ের বিস্ময়, সকল বাহাদুরদের মধ্যে দু:সাহসী বাহাদুর।

যদি আনসারদের ভালোবাসা একারণে ঈমানের নিদর্শন হয় যে, তাঁরা দ্বীনের সাহয্য করেছেন তাহলে আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি হে আমাদের শায়খ! আপনাকে ভালোবাসাও ঈমানের নিদর্শন, কারণ আপনি দ্বীনের সাহায্য করেছেন।

আমি আপনাকে ভালোবাসি হে আমাদের শায়খ আইমান...!

কারণ, আমি আল্লাহর শরীয়তের সাহায্যকারীদেরকে ভালোবাসি।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, কারণ আমি ঐ সকল লোকদেরকে ভালোবাসি, যারা আল্লাহর সম্মানিত বিষয়গুলোকে রক্ষা করে।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, কারণ আমি ঐ সকল লোকদেরকে ভালোবাসি, যারা আল্লাহর শত্রুদেরকে ক্রোধান্বিত করে।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, কারণ আমি তাদেরকে ভালোবাসি, যারা মুসলমানদের সীমান্ত রক্ষা করে এবং আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দূর করে..।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, কারণ আমি আপনার সৌরভময় জীনব-চরিতকে ভালোবাসি, আপনার পবিত্র জিহাদ ও মহান অবদানকে ভালোবাসি।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, কারণ আমি আপনার প্রজ্ঞাময় রাজনীতি, সূক্ষদৃষ্টি ও সঠিক দ্বীনী বুঝকে ভালোবাসি।

আমি আপনাকে এমন ভালোবাসি (এবং তা সর্বদাই থাকবে), যাকে শুধু ভালোবাসার সম্বন্ধ বলে ব্যক্ত করা যাবে না!

আমি আপনাকে সে পরিমাণ ভালোবাসি, আপনি আপনার জীবনের যে পরিমাণ আল্লাহর আনুগত্যে কাটিয়েছেন...।

আমি আপনাকে সে পরিমাণ ভালোবাসি, আপনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের ও পরিবারের যে পরিমাণ কুরবানী দিয়েছেন।

আমি আপনাকে সে পরিমাণ ভালোবাসি, আপনার ডান হাত আল্লাহর রাস্তায় যে পরিমাণ আঘাত করেছে।

আমি আপনাকে সে পরিমাণ ভালোবাসি, আপনি আল্লাহর দ্বীনের পাহারাদারী করতে গিয়ে যে পরিমাণ রাত্রি জাগরণ করেছেন।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে যে পরিমাণ দেশ অতিক্রম করেছেন।

আমি আপনাকে সে পরিমাণ ভালোবাসি, আপনার চক্ষুদ্বয় আপনার দ্বীনী ভাইদের জন্য যে পরিমাণ কেঁদেছে।

আমি আপনাকে সে পরিমণ ভালোবাসি, আপনি আল্লাহর শত্রুদেরকে যে পরিমাণ গভীর ক্ষত করেছেন।

আমি আপনাকে সে পরিমাণ ভালোবাসি, আপনি, আল্লাহর সকাশে যা রয়েছে তার আগ্রহে যে পরিমাণ দুনিয়া বিমুখতা অবলম্বন করেছেন এবং দুনিয়ার ভোগসম্ভার ত্যাগ করেছেন।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনার ভালোবাসার দ্বারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করি।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, যে ভালোবাসা আমার পরিবারবর্গ বা ঘনিষ্ঠজনদের কাউকেও বাসি না।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, যে ভালোবাসার কথা আমার যবান বলে।

যে ভালোবাসায় আমার দেহ-মন ভরে যায়।

যে ভালোবাসায় আমার চেতনা ও অনুভব রোমাঞ্চিত হয়।

আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।

আমি আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য হিসাবে ভালোবাসি।

আমি দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, আপনি ইংশাআল্লাহ জিহাদের পথেই অবিরত চলতে থাকবেন। কোন কটুক্তিকারীর কটুক্তি আপনাকে ক্ষতি করতে পারবে না। প্রশংসাকারীর প্রশংসা আপনাকে প্রতারিত করবে না। বরং আপনি হলেন ঐরূপ, যেমন জনৈক বক্তা বলেছেন:

“তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না, তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছেন না ভৎসর্ণা।”

হে আল্লাহ! আমেরিকার ত্রাস, ক্রুসেডারদেরকে পরাজিতকারী আমাদের শায়খ আইমান আয্ যাওয়াহিরিকে হেফাজত করুন। তার জিহাদ ও আমলগুলোকে কবুল করে নিন। তার কল্যাণময় সমাপ্তি দান করুন।

তাকে আপনার নেককার বান্দাদের মাঝে সুউচ্চ মর্যাদা করুন। তার মাধ্যমে দ্বীনী ইলমকে প্রতিষ্ঠিত করুন। কাফেরদের মাঝে তার আঘাত গভীরতর করুন। তাকে ও তার তাওহীদবাদী ভাইদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

হে আল্লাহ! শান্তি ও বরকত নাযিল করুন আমাদের সরদার মুহাম্মদের উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর।

লিখেছে:

আবুল মুনযির আশ-শানকিতী।